নৌকার বিকল্প প্রতীক হিসেবে শাপলা উদ্ভাসিত হবে: সরোয়ার তুষার

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেছেন, “নির্বাচন কমিশন যেহেতু শাপলা কলি প্রতীক অনুমোদন করেছে, তাহলে পূর্ণ শাপলা ফুলও প্রতীকের তালিকায় যুক্ত করা যেতে পারে। কলি যেমন পানিতে ফুটে ফুলে পরিণত হয়, তেমনি শাপলাও বিকশিত হবে—আগামীতে শাপলাই হবে নৌকার প্রকৃত বিকল্প। নৌকা এখন ডুবছে, আর শাপলাই ভাসবে।”

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফরিদপুরের অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের এনসিপির সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তুষার বলেন, “নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই বিভ্রান্তিকর অবস্থান নিয়েছে। কখনো বলে দেবে না, আবার কখনো বলে চিন্তা করছে। অহংকারের জায়গায় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। কমিশনের এই আচরণ প্রমাণ করে তারা নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে তাদের অধীনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।”

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “তারা এখন ‘না ভোট’-এর রাজনীতি করছে। তাদের ৩০ শতাংশ সমর্থক না ভোট দিলেও, বাকি জনগণ জুলাই সনদকে সমর্থন জানাবে। তখন বিএনপির মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না। ইতিহাস ভুলে তারা সেই গণভোট ব্যবস্থার বিরোধিতা করছে, যা একসময় তাদের নেতা জিয়াউর রহমানই চালু করেছিলেন। জনগণ এবার জুলাই সনদের বিরোধিতাকারীদের প্রত্যাখ্যান করবে।”

সরোয়ার তুষার আরও বলেন, “দেশে আওয়ামী লীগের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে জাতীয় পার্টি। তাদের প্রতিষ্ঠাতা এরশাদ এখন ইতিহাস, আর তার দলও সেই পথে হাঁটছে। জাতীয় পার্টি আসলে ভারতের স্বার্থে আওয়ামী লীগের বিকল্প সাজানোর চেষ্টা করছে—কিন্তু জনগণ তাদের এই নাটক মেনে নেবে না।”

সভায় সভাপতিত্ব করেন এনসিপির ফরিদপুরের প্রধান সমন্বয়ক সৈয়দা নীলিমা দোলা। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন, বিভাগীয় সংগঠক রাসেল আহম্মেদসহ ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার শতাধিক নেতা-কর্মী।